বীমা বার্তা

নভেম্বর-২০২২

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড পেল সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন নন-লাইফ বীমা ক্যাটাগরিতে ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড-২০২১ অর্জন করেছে। সম্প্রতি রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিতে এক অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এর কাছ থেকে এ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব জ্যোৎস্না বিকাশ চাকমা এবং জনাব মোহাম্মদ সেলিম।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন চট্টগ্রাম জোনের মূল্যবান বীমা গ্রহীতা Project Director, Development of Power Distribution System In Three Hilly Districts, BPDB, Rangamati এর প্রতিনিধি প্রজেক্ট ডিরেক্টর প্রকৌশলী উজ্জ্বল বড়ুয়ার নিকট মোটর বীমা দাবীর টাকা ২,৬৬,৩৫০.০০ হস্তান্তর করেন সাবীক চট্টগ্রাম জোনের ডিজিএম ও জোনাল প্রধান জনাব শিবাশীষ চাকমা। চেক হস্তান্তরের সময় দাবী বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব রাকা ত্রিপুরা ও দাবী বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

SADHARAN BIMA CORPORATION

Born Leader......................
All The Way

Besides traditional insurances like Fire, Marine, Motor and Miscellaneous, Sadharan Bima Corporation underwrites other non-traditional insurances such as Export Credit Guarantee, Engineering, Aviation & Satellite, Oil & Gas Exploration, Dread Disease, Overseas Mediclaim insurance etc. And Also the lone Reinsurer of the country.

33, Dilkusha Commercial Area, Dhaka.

করব বীমা গড়ব দেশ
বঙ্গবন্ধু'র বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন চালু করলো জনকল্যাণ মূলক বীমা পলিসি **"বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা"** ।

প্রতিনিয়ত সম্ভাব্য বিপদ ও ঝুঁকির ভিতর দিয়ে চলছে সব মানুষ। পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তি যখনই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারাচ্ছেন তখনই সে পরিবারের উপর নেমে আসছে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং পরিবারটি হয়ে পড়ে সহায় সম্বলহীন। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন তথা পারিবারিক জীবনের আর্থিক নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রবর্তন করলো **"বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা"** ।

বীমা অংক	২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।
প্রিমিয়াম	১০০.০০ (একশত) টাকা (বাৎসরিক)।
ভ্যাট	১৫.০০ (পনের) টাকা।

তাই আর দেরি না করে বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ ও ভিজিট করুন নিম্নোক্ত ফোন নম্বর এবং ওয়েবসাইটে ঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ ০২-৯৫৬১২৪৯, ঢাকা জোন ঃ ০২-৯৫৫১৩৯৮, নারায়ণগঞ্জ জোন ঃ ৭৬৩২৫৬৫, চট্টগ্রাম জোন ঃ ০৩১-৭১৪৫০২, খুলনা জোন ঃ ০৪১-৭৩০৩৮১ , রাজশাহী জোন ঃ ০৭২১-৭৭৫৯৭৩, কুমিল্লা জোন ঃ ০৮১-৭৬০০২, ময়মনসিংহ জোন ঃ ০৯১-৬৬৭৬৮ এবং সিলেট জোন ঃ ০৮২১-৭১৯৬৪৩।

www.sbc.gov.bd

মুজিব বর্ষে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের বিশেষ উপহার **"বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা"** পলিসি। তাই আজই একটি **বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা** পলিসি ক্রয় করে আপনার পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
SADHARAN BIMA CORPORATION
(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

www.sbc.gov.bd

সম্পদ আপনার
ঝুঁকি আমাদের !

আপনার সম্পদের অগ্নি, নৌ, মটর বিবিধ ঝুঁকি বহন করে থাকে রাষ্ট্রীয় খাতে নন-লাইফ বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ‘সাধারণ বীমা কর্পোরেশন’। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমান ও স্যাটেলাইট, তেল-গ্যাস উত্তোলন, ওভারসীস মেডিক্লেইম, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমাসহ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বীমার ঝুঁকিও বহন করে থাকে।

দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান ‘সাধারণ বীমা কর্পোরেশন’।

রাষ্ট্রীয় খাতে নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
SADHARAN BIMA CORPORATION
(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)
৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মধ্যে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' পলিসি চালুর লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' পলিসি চালুর বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ শাহ্‌রিয়ার আহ্‌সান এবং এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্ম সচিব) ড. মোঃ আনোয়ার উল্লাহ, (এফসিএমএ)। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন) মহোদয়ের পরিচালনায় উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, মাহফুজা আখতার, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শেখ কবির হোসেন, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে আইডিআরএ-এর চেয়ারম্যান, ড. এম. মোশাররফ হোসেন এফসিএ, আইডিআরএ-এর সদস্যবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালকগণ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ এনডিডি ট্রাস্ট ও সাবীকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

SADHARAN BIMA CORPORATION

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

www.sbc.gov.bd

১৮ অক্টোবর ২০২২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ রাসেল এর জন্ম দিন ও শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করার বিভিন্ন স্থিরচিত্র

১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ে ড্রপ ডাউন ব্যানার প্রদর্শন

১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক আলোচনা সভার আয়োজন

১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক দুস্থ ও ছিন্নমূল ক্ষুধার্তদের মাঝে খাদ্য বিবরন কর্মসূচি গ্রহন ১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক দুস্থদের/এতিমখানায় খাদ্য বিবরন কর্মসূচি গ্রহন

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে প্রতি বছরের মতো এবারও পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়সহ কর্পোরেশনের সকল জোনাল, রিজিওনাল, শাখা-উপশাখা অফিসে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বীমা দাবী প্রসঙ্গে

সমীর চক্রবর্ত্তী
জুনিয়র অফিসার,
দাবী ও আইন বিভাগ
চট্টগ্রাম জোন

বীমাগ্রহীতা তাঁর সম্পদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যই বীমা করে থাকেন। পৃথিবীতে অনেক রকমের ঝুঁকি আছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু ঝুঁকির উপর সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমাকারী হিসাবে বীমা করে থাকে। সাধারণতঃ নৌ-বীমা, অগ্নি-বীমা ও মটর দুর্ঘটনা বীমা অন্যতম । স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে বীমা দাবী কি? বীমাগ্রহীতা তাঁর বীমাকৃত সম্পদের ক্ষতি হলে, তিনি ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের জন্য বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট দাবী উত্থাপন করিতে পারেন। যাহা বীমাপত্রে উল্লেখিত আছে। এখন প্রশ্ন আসে কিভাবে বীমাকারীর নিকট দাবী উত্থাপন করিতে পারে? বীমাপত্রের সাথে Important Notice হিসাবে বা ঈষধংব হিসাবে ৯ উল্লেখ থাকে যে মালামাল ক্ষতিগ্রস্থ হলে কিভাবে বীমাকারীর নিকট বীমাপত্রের আওতাধীন সম্পদের ক্ষতিপূরণের জন্য দাবী উত্থাপন করা যায়। কোন কান বীমাপত্রে সময় উল্লেখ থাকে। সেই সময়ের মধ্যেই বীমা দাবী উত্থাপন করা যায়। নচেৎ বীমাদারী পাওয়া সম্ভবতপর হয় না।

সাধারণত মটর দাবীর ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন বা দুর্ঘটনার পর- পরই ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই বীমাকারী প্রতিষ্ঠানকে দুর্ঘটনার খবর অবহিত করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে সময় মত দাবী উত্থাপন করা না হইলে দাবী না-দাবী হিসাবে গণ্য হইতে পারে। একইভাবে অগ্নি-দাবীর ক্ষেত্রেও বীমাকৃত সম্পদের আগুন লাগার পর-পরই বীমাকারীকে অবহিত করিতে হয়। পরবর্তীতে বীমাগ্রহীতা নিকটবর্তী থানায় ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদে আগুন লাগার কারন সহ বিশদ বর্ণনা দিয়ে জি, ডি (জেনারেল ডাইরী) করতঃ তাহার মূল কপি সমেত বীমাকারীর নিকট দাবী উত্থাপন করিবেন। নৌ-বীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা তাঁহার বীমাকৃত মালামাল বন্দরে পৌঁছার বা বন্দরে অবতরনের ৬০ দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ মালামাল বন্দরে জরীপকারী দ্বারা জরীপ করতঃ জরীপ প্রতিবেদন সহ বীমাকারীর নিকট দাবী উত্থাপন করিবেন। সময়-সীমা অতিক্রান্ত হইলে দাবীটি না-দাবী হিসাবে গণ্য হইবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নৌ-বীমার ক্ষেত্রে জরীপকারী বীমাগ্রহীতাই নিয়োগদান করে থাকেন। তবে অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে বীমাকারীই জরীপকারী নিয়োগ দান করেন ।

বীমাগ্রহীতার নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ দলিলাদি প্রাপ্তির পর বীমাকারী প্রথমে দাবীটি “Claim Lodged Register”এ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, নিম্ন-লিখিত ভাবে-

1. Claim Number (Year Wise)
2. Policy Number.
3. Name of the Insured.
4. Period of Insurance.
5. Subject Matter of Insured. 6. Sum Insured.
7. Risk Covered.
8. Estimated Amount of Loss.
9. Name of Surveyor/Surveyors.
10. Remarks.

দাবীটি লিপিবদ্ধ হওয়ার পর বীমার শ্রেণী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ দলিলাদি চাহিয়া বীমাগ্রহীতার বরাবরে পত্র লিখিতে হইবে। তবে পত্র লিখার সময় “Without prejudice” বা “বিনা-অঙ্গীকারে” এই শব্দ দুটি পত্রে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কথাটি বীমাকারীকে আইনগত স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্ন-লিখিত কাগজপত্র/দলিলাদি আবশ্যক:-
১। দাবী অবহিতকরণ পত্র।

২। বীমাগ্রহীতা কর্তৃক পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত দাবী ফরম;
৩। পলিসি কপি।
৪। জরীপ প্রতিবেদন।
৫। প্রস্তাব পত্র।
৬। বিভাগীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন।
৭। ফায়ার ব্রিগেড রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৮। এফ,আই,আর/জি,ডি,এন্ট্রির কপি।
৯। পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন।
১০। স্থানীয় চেয়ারম্যান / ওয়ার্ড কমিশনারের সনদ / আবাহাওয়া রিপোর্ট / বন্যা / সাইক্লোন এর ক্ষেত্রে।
১১। ভি, টি, আর-বড় ক্ষতির ক্ষেত্রে।

১২। ব্যাংকের সনদ-ষ্টকের ক্ষেত্রে। (ব্যাংক লোন থাকলে) ১৩ । এল.সি এবং ইনভয়েস।

১৪ । বৈদ্যুতিক সংযোগ বৈধ ছিল কিনা তার কাগজপত্র।

১৫। বৈদ্যুতিক সর্ট-সার্কিট নিরসনে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছিল কিনা সে সম্পর্কীয় কাগজপত্র ।

১৬। আনুষাঙ্গিক অন্যান্য দলিলাদি ।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলাদি প্রাপ্তির পর যদি দেখা যায়। ক্ষতির পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের জি, ডি ও বা ভি, টি, আর করিতে হইবে। এবং ২য় জরীপকারী নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক। নৌ-কার্গো দাবীর ক্ষেত্রে দাবী প্রক্রিয়ার নিমিত্তে নিম্ন- লিখিত কাগজপত্র/ দলিলাদি আবশ্যক;

১। মূল বীমাপত্র / সার্টিফিকেট।
২। মূল ইনভয়েস।
৩। প্যাকিং লিষ্ট।
৪ । মূল বিল- অব-লেডিং / নন-নেগোশিয়েবল কপি (সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত)।
৫। বিল অব এন্ট্রি (আমদানীর ক্ষেত্রে)।
৬ । দাবী বিল ।
৭ । জরীপ প্রতিবেদন।
৮ । শর্ট ল্যান্ডিং সার্টিফিকেট (নন-ডেলিভারীর ক্ষেত্রে)।
৯। পরিবহনকারীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিমিত্তে বিনিময়কৃত সকল পত্রের কপি ।
১০। জি, ডি, এন্ট্রি (অভ্যন্তরীন পরিবহনকারীর ক্ষেত্রে)।
১১। লেটার-অব-সাব্রোগেশন (যদি প্রযোজ্য হয়)।
১২। লেটার-অব-ইনডেমনিটি (যদি প্রযোজ্য হয়)।

জেনারেল এভারেজ দাবীর ক্ষেত্রে দাবী নিষ্পত্তির নিমিত্তে নিম্ন-লিখিত কাগজপত্রাদি আবশ্যক:-

১। মূল বীমা পত্র ।
২। মূল ইনভয়েস ।
৩। মূল-বিল-অব লেডিং / নন নেগোসিয়বল কপি (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত)।
৪ । চাটার পার্টি এগ্রিমেন্ট।
৫। জি, এ, ঘোষণা সংক্রান্ত দলিলাদি ।
৬। কাউন্টার গ্যারান্টি ।

মটর দূর্ঘটনা দাবীর ক্ষেত্রে দাবী নিষ্পত্তির নিমিত্তে দাবী প্রক্রিয়ার জন্য নিম্ন-লিখিত কাগজপত্র / দলিলাদি আবশ্যক;

১। মূল সার্টিফিকেট/মূল পলিসি (Total Loss এর ক্ষেত্রে)।
২। পূরণকৃত দাবীফরম।
৩। চালকের ড্রাইভিংলাইসেন্স (বি, আর, টি, এ কর্তৃক সত্যায়িত)।
৪। ব্লু-বুকের কপি।

৫ । ফিটনেসের কপি।
৬। টেক্স-টোকেনের কপি।
৭। রুট পারমিটের কপি।
৮ । জি.ডি-এর মূলকপি ।
৯ । পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন ।
১০। বিভাগীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন।
১১। জরীপ প্রতিবেদন।
১২। আনুষাংগিক অন্যান্য দলিলাদি।

উপরে বর্ণিত সমস্ত দলিলাদি প্রাপ্তির পর দাবীটি পরীক্ষা- নিরীক্ষান্তে বুঝতে হবে যে, কি কারণে দাবীটির উদ্ভব বা কোন ঝুঁকির কারণে বীমাগ্রহীতার সম্পদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উক্ত ঝুঁকি বীমাকারীর নিকট বীমাকৃত কিনা? যদি দেখা যায় দাবীর কারণ বীমাকৃত এবং কাগজপত্র / দলিলাদি যাথাযত: সঠিক আছে, তবে দাবীটি যত দ্রুত সম্ভব নিস্পত্তি করা যাইতে পারে। নচেৎ দাবী পরিশোধযোগ্য হইবে না। দাবী পরিশোধের সময় পলিসিতে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের নামেই চেক ইস্যু হইবে। কোন ব্যক্তির নামে নয়। বীমাগ্রহীতা যদি এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম থাকিলে প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্বক একটি চেকে ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধ যোগ্য বলে বিবেচিত হইবে ।

বীমা বার্তায় লেখা আহ্বান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মুখপত্র ‘বীমা বার্তা’ নিয়মিত প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও বীমা পেশায় কর্মরত উৎসাহী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিকট থেকে বীমা বার্তায় প্রকাশের লক্ষ্যে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার লেখা / প্রবন্ধ স্পষ্টাক্ষরে হাতে লিখে অথবা কম্পিউটারে কম্পোজ করে বীমা বার্তার সম্পাদক বরাবরে প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে । তাছাড়া, ই-মেল নং bima.barta@yahoo.com এর মাধ্যমেও আপনার লেখা পাঠাতে পারেন। উল্লেখ্য, লেখা মনোনীত, অমনোনীত, সংশোধন, পরিমার্জন করার বিষয় উপদেষ্টা মন্ডলীর বিবেচনায় থাকবে ।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের শাখাগুলোর ভূমিকা

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
সহকারী ব্যবস্থাপক
শাখা নং-৪
ঢাকা জোন

ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ৬ নং ধারা অনুযায়ী “সাধারণ বীমা কর্পোরেশন” বাংলাদেশের বীমা শিল্পে নন- লাইফ বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অধীনে আটটি জোনাল, রিজিওনাল অফিসসহ অন্যান্য শাখা, উপ- শাখা ও ইউনিট অফিস নিয়ে সর্বমোট ৯০টি অফিস রয়েছে।

আর্থিক নিরাপত্তা যে কোন দেশের অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই নিরাপত্তার মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতির ভিত মজবুত করা যায়। এক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে অবদান রাখছে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন একমাত্র রাষ্ট্রীয় নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান দেশ-বিদেশে বীমা সংশিষ্ঠ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ান রি- ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের স্পনসর ডাইরেক্টর এবং ফেডারেল অব আফ্রো-এশিয়ান ইনসিওরেন্স এন্ড রি- ইনসিওরেন্স এর অন্যতম সদস্য ।

একমাত্র রাষ্ট্রীয় নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দেশ ও জনগনের সেবক হিসেবে কাজ করতে হবে । এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশের বীমা শিল্পে সরকারের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে কর্পোরেশনের শাখাগুলোকে আরোও কার্যকর করে গড়ে তুলতে হবে। শাখাগুলোর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ভৌত কাঠামোর উন্নতি করতে হবে। মনে রাখা দরকার এদের আয়ের উপরেই সাধারণ বীমার অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

শাখাগুলো প্রত্যেকটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সংশিষ্ট সবাইকে স্ব স্ব দায়িত্ব সঠিক ও সময়মত করতে হবে। যে কর্পোরেশন আমাদের এতো কিছু দিচ্ছে এবং যার দ্বারা আমরা জীবিকা নির্বাহ করি তার প্রতি আমাদের অবশ্যই নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত। সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত ও মানসিকভাবে তৈরী থাকতে হবে। সর্ব প্রকার গ্রাহকের সাথে ভদ্র ও দায়িত্ব সম্পন্ন আচরণ করতে হবে। কারণ আমাদের আচরণ ও অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা সম্ভব হবে।

নন লাইফ বীমা সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করার জন্য শাখাগুলোর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দের আরো দায়িত্ববান হতে হবে। সহায়-সম্পত্তির বীমা করা থাকলে ভবিষ্যতে অনেক বড় অংকের লোকসান হতে রক্ষা পাওয়া যায়। যত বেশি বীমা হবে ততই আর্থিক লোকসান কমতে থাকবে। বিশেষ করে সরকারি সম্পত্তি বীমা করার আইনে বাধ্য বাধকতা থাকলেও তা মানছেন না অনেকেই। বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিপুল পরিমান সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট হচ্ছে এবং বীমা না থাকায় সরকারের ক্ষতিগ্রস্থ খাতে বড় অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রতিটি শাখাতে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। শাখাগুলোর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। শাখার সকল সদস্য একটি পরিবারের মত থাকতে হবে এবং কিভাবে প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি করা যায় সে ব্যাপারে সবাই আলোচনা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে এবং প্রত্যেকের মতামত গুরুত্ব দিতে হবে। শাখাগুলোর বিভিন্ন সুপরামর্শ ও দিকনির্দেশনা জোনাল অফিস ও প্রধান কার্যালয়ে অবহিত করতে হবে। কারণ শাখাগুলোই মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ পায় ।

গ্রাহককে কখনোই ভ্রান্ত আশ্বাস দেওয়া যাবে না এবং কোন তথ্য গোপন করা যাবে না। কারণ এতে এক পর্যায়ে গ্রাহক ভোগান্তির শিকার হন। তখন তারা অত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারনা পোষণ করবেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তী উজ্জ্বল করতে হলে এবং এর আয় প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করতে হলে অবশ্যই প্রত্যেকটি বীমা গ্রহীতার সাথে ভাল ও সোহার্দপূণ্য আচরণ এবং তাকে বীমা সংক্রান্ত সকল কাজে সহায়তা করতে হবে। বীমাগ্রহণ হতে শুরু করে বীমা দাবী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে বীমা গ্রহীতাকে শতভাগ সেবা দিতে হবে ।

বীমাপত্র রিনিওয়াল নোটিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটার মাধ্যমে গ্রাহক পুনরায় বীমা করার ব্যাপারে অবহিত হতে পারেন এবং তাকে প্রিমিয়াম ও ভ্যাটসহ কি পরিমান অর্থ প্রদান করতে হবে সেটাসহ বিস্তারিত তথ্য জানতে পারে। অতএব, প্রত্যেকটি বীমা গ্রহীতার বীমার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আবার বীমা নবায়ন করার জন্য রিনিওয়াল নোটিশ পাঠাতে হবে অত্যন্ত যত্ন সহকারে।

গ্রাহক যদি কোন সুচিন্তিত মতামত দেয় সেটা অবশ্যই অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে শুনতে হবে। এ মতামতের কার্যকারিতা ভেবে দেখতে হবে। বীমাখাতকে আন্তজার্তিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই এ খাতকে বিজ্ঞান ও যুক্তি সম্মত করতে হবে। ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক নীতি এই খাতের ভবিষ্যতকে অন্ধকার করে ফেলবে ।

সাধরণ বীমা কর্পোরেশনের শাখাগুলোর কর্মকর্তা- কর্মচারিবৃন্দ যার যার এলাকাতে থাকার সময় যদি কেউ সাধরণ বীমা সম্পর্কে জানতে চায় এবং কোন বীমা করার আগ্রহ দেখায় তাহলে অবশ্যই এমনভাবে সঠিক ইতিবাচক তথ্য উপস্থাপন করতে হবে যাতে তার মধ্যে সাধারণ বীমা সম্পর্কে একটি ইতিবাচন মনোভাব গড়ে উঠে এবং বীমা করার ব্যাপারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসে ।

মোট কথা, এটি জোর দিয়ে বলা যায় সাধরণ বীমা কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি শাখাকে মনে করতে হবে এক একটি প্রতিনিধি। কেননা তাদের কার্যকলাপ এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করবে এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত এবং বীমা শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

* মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে 'মারাত্মক ব্যাধি বীমা' গ্রহণ করুন ।

* বিদেশ ভ্রমনকালীন অসুস্থতায় বা দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসায় 'ওভারসিস মেডিক্লেম বীমা'র সেবা নিন ।

Existing Scenario and The Economic Trend of Non-life Nationalized Insurance Sector in Bangladesh.
(A study on Sadharan Bima Corporation (SBC)

Abstract

This article presents the existing scenario and the economic trend of non-life nationalized insurance sector in Bangladesh. The analysis is based on the 10 Year's statistical information relating to Annual insurance Premium, Investment of SBC, Income from Investment, claim lodged and settled, Annual Profit and Profitability, contribution to the Govt. etc. Justification of nationalization of insurance sector. The operating performance and economic trend of Sadharan Bima Corporation has gradually increased since 2002. SBC is operating not only direct underwriting insurance business but also underwriting of re-insurable business of all private insurance companies in Bangladesh and ceding in overseas market. It has also shifted its investment from lower income-generating (FDR) to higher generating (share, debenture) income. For this purpose, a subsidiary company of SBC already has formed, name as, SBC Securities and Investment Ltd. For development of Export of Bangladesh, Export Credit Guarantee (ECG) scheme is belonged to SBC's portfolio. For further continuous growth of nationalized non-life insurance sector should takes strategic steps like innovation in insurance operations, increasing marketing efforts, and initiative various investment scheme to utilize more proportion of total assets for generating higher income. Further through avoiding misrepresentation of policy features can establish more public confidence positive attitude and ensure sustainable development. The opportunities for the SBC in the country to target new customer segment and develop new products like as crops insurance is currently immense.

The primary functions of the non-life insurer are the assumption of pure risk and protect properties from the risk losses. The insurance industry of Bangladesh is almost 3 decades old. Just after liberation, the insurance sector was nationalized by the Government of Bangladesh (GOB) forming only two corporations. Sadharan Bima Corporation (SBC) is one of them, SBC emerged on 14th May, 1973 under the Insurance Corporation Act (Act No. VI) of 1973 as the only state owned organization to deal with all classes of non-life insurance & re-insurance business emanating in Bangladesh. Thereafter SBC was acting as the sole insurer of non-life insurance till 1984. Bangladesh Government allowed the private sector to conduct business in all areas of insurance for the first time in 1984. The private sector availed the opportunity promptly and came forward to establish private insurance companies through promulgation of the Insurance Corporations (Amendment) Ordinance (LI of 1984) 1984.

SBC is entitled to 50% of public sector business (PSB). Insurance Corporation (Amendment) Act 1990 provides that fifty percent of all insurance business relating to any public property or to any risk or liability appertaining to any public property shall be placed with the SBC and the remaining fifty percent of such business may be placed with this corporation or with any other insurers in Bangladesh. But for practical reason and in (MOA- Memorandum of Agreement) agreement with the Bangladesh Insurance Association (BIA), SBC underwrites 100% of all the public sector business (PSB) and 50% of that business is distributed among the existing 43 private non-life insurance companies equally after deducting 7.5% service charge (including re- insurance expenses) under National Co-insurance Scheme. In respect of reinsurance, the same act provides that fifty percent of a company's reinsurance business must be placed with the Sadharan Bima Corporation and remaining fifty percent may be reinsured either with this Corporation or with any insurer in Bangladesh or abroad. At present, nearly all the companies place 100% of their reinsurance business with the SBC. SBC also places its re-insurance business with overseas market like-UK, Thailand, India, Switzerland, Germany, etc. In order to develop our export sector, Export Credit Guarantee department is govern by SBC.

Sadharan Bima Corporation has a very strong financial base. SBC, the largest insurance enterprise in the country, has a net worth of Tk. 605 crore an authorized capital of Tk. 20 crore, paid up capital of Tk. 10 crore.

As per Insurance Act-2010 authorized capital and paid-up capital may be changed.

SBC is the sponsor shareholder of Asian Re-insurance Corporation, Thailand, Investment Corporation of Bangladesh, Industrial Development and Leasing Company, National Tea Company Limited, National Housing Finance and Investment Ltd, Aramit Ltd. Central Depository BD Ltd. etc. Mentionable, Managing Director of SBC is the Vice Chairman of Asian Re-insurance Corporation, Thailand.

By Presidential Order No-95 of 1972. The state owned non-life insurance corporation of Bangladesh emerged on May 14, 1973 under the Insurance Corporation Act (Act No-vi) of 1973 as the state owned organizations to deal with all classes of non-life insurance business emanating in Bangladesh.

Conclusion

Non-life insurance sector in Bangladesh is contributing to the growth and development process of the business and property by protecting all variety of assets from the financial losses. After the banking sector, the insurance sector has become (basically Non-life insurance) the second most important Providers of financial services in Bangladesh. The non-life insurance industry of Bangladesh has consequently become a prominent sector of the economy and this was designed to find out how the SBC has been performing over the year (2002-2011).

The reason behind the overall improvement in the performance of SBC during the 2002 to 2011 was a high competent management, Government policy, emphasized on power sector, and overall positive environment and positive role of Union & Officer Association. After introduction of private insurance in 1984 and further liberalization in 1990, SBC took some measures like right sizing the organization, increasing marketing efforts and efficient portfolio-management. As per previous chronological success encouraged to the efficient-management of our concern study period. Nevertheless, state own organization has some barriers like, lack of challenging attitude resistance to charge, negative Unionism. Although, our Union is very much co-operative with management, few unethical practices etc. SBC can achieve more success and improve global oriented performance by expanding and diversification its product, like crops insurance and new innovative investment scheme to utilize more proportion of total assets for generating income and revising the policy of direct insurance business. If SBC wants to continue its current image of economic trend, it should be provided a computerized working environment, improvement of professionalism, to introduce the concept of "one man for one computer", marketing efforts improvement, grow a positive attitude of clients, proper utilization of assets and implementation of global concept etc. Therefore, with the more improvement of SBC's performance, it will be able to play a more significant role not only in our country but also in the global economy.

Key wards: Non-life Insurance, Nationalized, Economic trend, Present Scenario, SBC (Sadharan Bima Corporation) MOA (Memorandum of Agreement), PSB (public sector business) ECG (Export Credit Guarantee)

Insurance is a system of spreading the risk of one on to the shoulders of many. Specially, non- life insurance is the contract of indemnity where the insurer promises to reimburse the insured for losses suffered during the term of agreements.

* Dr. Md. Ibrahim, AGM, Cumilla Zone.

❖ চলার পথে ঝুঁকি থাকবেই, আজই ‘জনতা দুর্ঘটনা বীমা’র একটি পলিসি গ্রহণ করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন ।
❖ নৌ- আকাশ- স্থলপথে পণ্য পরিবহনে বীমা করুন এবং চিন্তামুক্ত থাকুন।
❖ বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছাসে আপনার সম্পদের আশ্রয় কেন্দ্রের অপর নাম ‘সাধারণ বীমা কর্পোরেশন’।
❖ আপনার সম্পদের বীমা করুন- দুর্ঘটনায় যা হবে ক্ষতি, লাঘব হবে বীমা থাকে যদি।